১৩৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

শিক্ষা ও গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ লাইব্রেরী —জনকণ্ঠ

লাইব্রেরী

শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে লাইব্রেরী এখনও অবহেলিত। অথচ লাইব্রেরীকে বলা হয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। লাইব্রেরী-ব্যবস্থা বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত ঃ

ঠিক কবে থেকে এদেশে লাইব্রেরীর প্রসার তার সঠিক তথ্য জানা নেই অনেকেরই। তবে পুঁথিগত শিক্ষার প্রয়োজনে লাইব্রেরী অপরিহার্য সহায়ক একথা অনস্বীকার্য। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনে পরিপূর্ণতা আনতে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দানবীর হাজী মোঃ মহসীন জ্ঞান পিপাসু মানসিকতায় গ্রাম এবং পাড়ায় যে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন তাতে এক সময় স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রত্যন্ত জনপদের তরুণ শিক্ষার্থীরা ঝুঁকত পাড়ার লাইব্রেরীর প্রতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রান্তে এসে এখন পাড়ার লাইব্রেরী উঠে গিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লাইব্রেরী বিস্তার লাভ করেছে। আসলে উন্নত বিশ্বে লাইব্রেরীর বিস্তৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক—গত শতাব্দী থেকে শিক্ষা আর সভ্যতার সাথে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি লাইব্রেরীকে আরও নিবিড় তথা পারিবারিক পরিমণ্ডলে তুলে এনেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এখনও শিক্ষাঙ্গনভিত্তিক অপরিহার্যতাও প্রকাশ করতে পারেনি অথচ যথাযথ শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনে লাইব্রেরীর গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরীর জন্য সরকারী সাহায্যের খাত রয়েছে, নির্ধারিত পুস্তক বরাদ্দ রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বার্ষিক অর্থ আদায়ও করে থাকে কর্তৃপক্ষ কিন্তু যে পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরী রয়েছে তার হার অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

শহর-নগরের তুলনায় গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চিত্র এক্ষেত্রে আরও তথৈবচ। গ্রাম পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরে তো দূরে থাক অনেক কলেজে পর্যন্ত লাইব্রেরী নেই। এক্ষেত্রে আবার অনেক সরকারী স্কুল-কলেজে লাইব্রেরী থাকলেও তেমন কোন পাঠ্যপুস্তক বা প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি নেই বললেই চলে। আর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ ব্যাপারে এক ধাপ এগিয়ে। ছাত্রদের কমন রুম আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গল্প গুজবের জায়গা থাকে কিন্তু লাইব্রেরীর স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অনুপাতে একটি লাইব্রেরী পরিচালনা কোন কঠিন বিষয়ই নয় এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ-উদ্যোগ এবং প্রয়োজনে স্থানীয় বিদ্যোসাহী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা। এ ছাড়া বছরভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় তো হচ্ছেই। রাজধানী এবং দেশের বড় শহরগুলোতেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক লাইব্রেরী এখনও তেমন প্রসার লাভ করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের উচ্চ শিক্ষার শীর্ষবিন্দু-উপরন্তু এগুলো অটোনোমাস বডিতে পরিচালিত তাই লাইব্রেরীর অস্তিত্ব এখানে উল্লেখ বাহুল্য। সরকারী স্কুল-কলেজগুলোর মতো বেসরকারী এবং আধা সরকারী অনেক অনেক প্রতিষ্ঠানে কার্যত লাইব্রেরী থাকলেও তাতে যথাযথ বই নেই, শিক্ষা সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি নেই। খালি শেলক, কিছু সস্তা নভেল আর দৈনিক পত্রিকাই এদের মূল সম্বল। অথচ এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ছাড়াও বিভিন্নভাবে অর্থ বরাদ্দ পেয়ে থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। কিন্তু সৃজনশীল শিক্ষার বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে লাইব্রেরীকে প্রথম বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ কারিকুলাম আর সিলেবাসের বাইরে খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, গল্প-প্রবন্ধকার, বিজ্ঞানীদের সৃষ্টিকর্ম তথা বিশ্বকে জানতে উন্মুক্ত দুয়ার খুলে দিতে পারে একমাত্র লাইব্রেরীই।

সেলিম নজরুল